একটা গল্প বলি

বাল্যকাল থেকেই গুরুজনদের মুখনিসৃত কিছু বাণী মনের মাঝে গেঁথে যাওয়ায়, শুদ্ধতার যাচাইয়ে না যেয়ে বিনা কারণেই তাদের বলা কথা গুলো মেনে চলার চেষ্টা করি। তেমনই একটা বাণী, একান্তই যারা তোমার আপন মানুষ অথবা তোমার মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল কামনা করেনা তুমি নিশ্চিত, এমন মানুষ ছাড়া নিজের দেখা স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না। কথাটা কোন কারণ ছাড়াই মেনে চলি এখনো। কিন্তু একবার গুরুজনদের কথা না শুনে অপরিচিত একজনকে আমার একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলাম। যেহেতু একজনকে বলেই ফেলেছি এবং যেহেতু আমি মনে করি যে, আমার মঙ্গল কামনা না করুক কিন্তু অমঙ্গল কামনা করার মত মানুষের বড়ই অভাব আছে, সুতরাং সেই স্বপ্নের গল্পটাই বলছি।

তিন দশক পার হয়ে প্রায় তিন যুগ আগের একটি গল্প। পরপর বেশ কয়েকদিন প্রায় একই ধরনের স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম, আমাকে কোন একজন (কে জানি না, কারণ, স্বপ্নে তার সাথে কথপোকথন চলেছে কিন্তু সে স্বপ্নের সীমানায় কখনোই আসেনি) একটি প্রক্রিয়া শিখিয়ে দিচ্ছে এবং আমি সেই প্রক্রিয়া অনুস্মরণ করে মাটি থেকে ওপরে শুধু নয় বেশ ওপরে উঠে যাচ্ছি। প্রতিবারই ঘুম ভেঙ্গে যায় একটি যায়গায় এসে, আমি ওপরে উঠতে উঠতে ফুট দশেক পর্যন্ত যাই এবং অর্জনের উত্তেজনায় নীচে দাঁড়িয়ে থাকা আমার না দেখা শিক্ষক মহোদয়কে চিৎকার করে বলতে থাকি, আমি পেরেছি, আমি পেরেছি। ব্যাস, শেষ। ওড়ার প্রক্রিয়াটি কি ছিল সেটা আর এখানে উল্লেখ করলাম না, কারণ, অপ্রয়োজনীয়।

প্রতিদিন সেই একই স্বপ্ন দেখি আর প্রতিদিনই ঘুম থেকে উঠবার পর প্রথম কাজই হল স্বপ্নে দেখা প্রক্রিয়াটি চর্চা ক'রে ওড়ার চেষ্টা চালানো, কিন্তু কিছুতেই কোন কাজ হয় না, মাটির মায়া কাটিয়ে ওঠাই সম্ভব না, ওড়া তো দূরস্ত। পরলাম না ঝামেলায়। তিন চারদিন চলে গেল, কোন সমাধান পাই না। এদিকে আবার স্বপ্নের কথা গুরুজনেরা কাউকে বলতে নিষেধ করেছেন সেই টাবুও মাথায় কাজ করে চলেছে। একসময় অধৈর্য হয়ে পরলাম, অবশেষে গুরুজনদের নিষেধাজ্ঞার বেড়াজাল ভাঙ্গবার কথা ভাবনায় এলো। তবে সেখানেও সমস্যা, আমার এই স্বপ্নের কথা কাকে বলবো, যাকেই বলি না কেন, সেটা শোনার পর সেই মানুষটি আমাকে কি ভেবে বসবেন এসব দুশ্চিন্তা তো রয়েইছে। অতঃপর সিদ্ধান্ত নিলাম, এতোবার যখন একই স্বপ্ন দেখেছি, বিষয়টির শেষ দেখার জন্য হলেও কাউকে না কাউকে বলতেই হবে। আমার একজন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, সাধক ধরনের কেউ পরিচিত আছেন কিনা। সে জানালো, সে একজনকে চেনে।

গেলাম। ভদ্রলোকের সাথে কথা বলে ভাল লাগলো, ভীষন রকমের ধার্মিক ছাড়াও দৈনিক নিয়মিত ঘন্টা দু'য়েক ধ্যান করেন। আমি বললাম আমার স্বপ্নের কথা এবং কয়েকবার যে দেখেছি সেটাও জানালাম। ভদ্রলোক মনযোগ দিয়ে শুনলেন, তারপর বললেন,
-আমি স্বপ্ন বিশ্লেষক বা বিশেষজ্ঞ নই এবং সেটা করবার চেষ্টাও কখনোই করিনি। তবে আমার মতামত আপনাকে দিতে পারি। আমি যা বলবো, সেখান থেকে আপনি যতটুকু বুঝলেন সেটুকুই আপনার, কোন ব্যাখ্যা চাইবেন না।

এসেছি যখন, যেটুকু পাই সেটুকুই লাভ ধরে নিয়ে রাজি হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক বলা শুরু করলেন,
-ওড়ার বিষয়টা এখানে হয়তো প্রতীকী। তবে হ্যা, প্রক্রিয়াটা আমার জানা মতে সঠিক প্রক্রিয়া, আপনি হয়তো চলার পথে কোন এক যায়গায় প্রক্রিয়া সম্পর্কিত কিছু একটা এক ঝলক পড়েছেন, আপনার মনে নেই কিন্তু আপনার অবচেতন মন সেটা গেঁথে নিয়েছে। যে বিষয়ে আপনি স্বপ্ন দেখেছেন, এটি সহজ কোন বিষয় নয়, একেবারে সৃষ্টি তত্বের সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত। কোন কর্ম সাধনের প্রক্রিয়াটুকু জানা থাকলেই বা সেই জানা প্রক্রিয়া অনুযায়ী চর্চা করলেই যে আপনি চুড়ান্ত সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন ঠিক তেমন নয়। যে কোন বিষয়ে চুড়ান্ত মার্গে পৌঁছাতে হলে শুধু প্রক্রিয়াটুকু জানা থাকা এবং সেই প্রক্রিয়া অনুযায়ী চর্চাই যথেষ্ঠ নয়, চুড়ান্ত মোক্ষলালভের জন্য সাধনা প্রয়োজন, তবেই সাধন হবে।

ব্যাস, এটুকু বলেই উনি নিশ্চুপ। উনি যেহেতু আগেই বলেছেন, কোন ব্যাখ্যা চাইতে পারবো না, সুতরাং, প্রশ্ন করা অবান্তর, অথচ কিছুই বুঝলাম না। কি আর করা, চলে এলাম। তবে আর কখনো ওড়ার জন্য চর্চার চেষ্টাও করিনি, কারণ, ওনার কথায় অন্তত এটুকু বুঝে নিয়েছিলাম, ভেসে বেড়াবার প্রক্রিয়া জানা আছে কি নেই সেটা বড় কথা নয়, চর্চাও কোন উপকারে আসবে না, যদি সাধনা না থাকে। উড়ে বেড়াবার মত অলীক স্বপ্নের পেছনে সময় নষ্ট করে সাধন করবার ইচ্ছে আমার নেই।

আজ এতোদিন পর গল্পটি মনে এলো শুধু রাজনীতির দুরাবস্থা দেখে। আমলা, ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সকলেই আজকাল শুধু রাজনীতিবিদই নন, তাদের নামের আগে-পেছনে আবার বিভিন্ন বিশেষন সংযুক্ত না করলে তারা রীতিমতো মনঃক্ষুণ্ন হন, মনে করেন, সাধারণ মানুষ তার পরভৃৎ চেহারা চিনে ফেলতে পারে। যে কারণে এতো ঘটা করে ময়ুর পুচ্ছ ধারণ প্রচেষ্টা করতে হয় বোধহয়। তাদের সেই বিশেষন গুলো দেখে অধিক শোকে পাথর হ'য়ে যাই, হাসতেও পারি না। শুধু এটুকুর মাঝে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলেও খুব একটা অসুবিধা ছিল না কিন্তু ওনারা যখন রাজনৈতিক জ্ঞান দিতে থাকেন তখন মনে হয়, ওনারা কি রাজনীতি বিষয়ক দুই পাতা পড়ে এসে এই জ্ঞান দান করছেন, জ্ঞানগর্ভ কথা বলছেন, নাকি বিষয়টির ওপর ওনাদের চর্চা আছে, নাকি ওনারা বিষয়টি নিয়ে সাধনা করেছেন।